ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

'বিশ্বে সবচেয়ে নির্ভীক মানুষ সালমান খান'

পৃঃ ৫

টানা তিন ম্যাচে শূন্য রানে আউট, রেকর্ড বইয়ে পাকিস্তানি ব্যাটার

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ৩৫০ ● কলকাতা ● ১৩ পৌষ, ১৪৩১ ● রবিবার ● ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর 'বাংলার বাড়ি প্রকল্প'

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা

২০১১ সালে সরকার পরিবর্তনের পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ অনেক নতুন সেবা মূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ করে কন্যাশ্রী, লক্ষ্মীর ভান্ডার, স্বাস্থ্যসাথীর মতো প্রকল্পগুলো যে মুখ্যমন্ত্রীর ভোট ব্যাংক অনেক বাড়িয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এবার সামনে এসেছে 'বাংলার বাড়ি প্রকল্প'।কেন্দ্রীয় আবাস যোজনা নিয়ে এর আগেই প্রচুর টানা-পোড়েন তৈরী হয়েছিল। সেই বিতর্কের মাঝেই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, সম্পূর্ণ রাজ্যের উদ্যোগে ও রাজ্য সরকারের খরচে করা হবে এই 'বাংলার বাড়ি প্রকল্প'। বাংলার যে প্রান্তিক মানুষদের মাথায় 'ছাদ' নেই, তাদের জন্যই এই প্রকল্প। সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী এখন পর্যন্ত ১২ লক্ষ মানুষকে এই প্রকল্পের অধীনে আনা হয়েছে। তাদের একাউন্টে ইতমধ্যে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা ঢোকা শুরু করেছে। নবান্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সবার একাউন্টেই প্রথম কিস্তির টাকা ঢুকবে।রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প নিয়ে নানা দুর্নীতির অভিযোগ আছে। এই বিষয়ে এবার মুখ্যমন্ত্রী খুবই কড়া ভূমিকা নিয়েছেন। তাঁর নির্দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে মাইকিং করা হচ্ছে,"কোনও সরকারি অফিসার, কর্মী, জনপ্রতিনিধি বাংলার বাড়ি প্রকল্পে অর্থ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা চাইলে দেবেন না । সরাসরি তা গ্রাম পঞ্চায়েতে জানাবেন ।"

এছাড়াও শনিবার পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি টোল-ফ্রি হেল্প লাইন নম্বর চলো করেছে। নম্বরটি হলো - ১৮০০৮৮৯৯৪৫১. জানানো হয়েছে, বাড়ি প্রকল্প নিয়ে যেকোনো ধরনের অভিযোগ এখানে জানানো যাবে। বলা হয়েছে, কোনো রকম অসুবিধা হলে, উপভোক্তা যেন এই নম্বরে অভিযোগ জানান।

অভিষেকের নামে তোলাবাজির অভিযোগে বিজেপি বিধায়ক কে ডেকে পাঠালো পুলিশ

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা

তোলাবাজি কাণ্ডে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ব্যবহার করার অভিযোগে কলকাতা পুলিশের তদন্তে নতুন মোড়। এই মামলায় কোচবিহারের বিজেপি বিধায়ক নিখিলরঞ্জন ডে-কে তলব করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিশ তাঁকে ই-মেলের মাধ্যমে তলব পাঠিয়েছে। বিধায়ককে আগামী তিন দিনের মধ্যে থানায় হাজিরা দিতে বলা হয়েছে।তোলাবাজি কাণ্ডে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামকে জড়িয়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ, তোলাবাজি চক্রে জড়িত ব্যক্তিরা অভিষেকের নাম ব্যবহার করে আর্থিক লেনদেন করছিল। এ নিয়ে শেক্সপিয়র সরণি থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়। সেই অভিযোগের তদন্তে উঠে এসেছে নিখিলরঞ্জন দে-র নাম।নিখিলরঞ্জন দে এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন, "আমার নামে মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে। আমি তদন্তে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।" তবে, পুলিশ সূত্রে জানা গেছে যে, বিধায়ককে জিজ্ঞাসাবাদ করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করার পরিকল্পনা রয়েছে।শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিশ ইতিমধ্যে অভিযোগকারীদের সঙ্গে কথা বলেছে এবং প্রমাণ সংগ্রহে তৎপর হয়েছে।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস এই ঘটনাকে বিজেপির অভ্যন্তরীণ চক্রান্ত বলে দাবি করেছে। অন্যদিকে, বিজেপি এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অংশ বলে আখ্যা দিয়েছে।নিখিলরঞ্জন দে-কে জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ পুরো ঘটনাটি নিয়ে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করবে।এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের পদক্ষেপ এবং রাজনীতির প্রভাব সম্পর্কে আরও তথ্য জানার জন্য আমাদের সঙ্গে থাকুন।

প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আদালতে পার্থর বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ সিবিআইয়ের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

রাজ্যে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে আরও বিপদে পার্থ। প্রাইমারি টেট নিয়োগ দুর্নীতি সিবিআই এর মামলায় ধৃত পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অয়ন শীল এবং সন্তু গাঙ্গুলীর বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করা হল ব্যাঙ্কশাল আদালতে। এই তিন ধৃতর

এরপর ৩ পাতায়

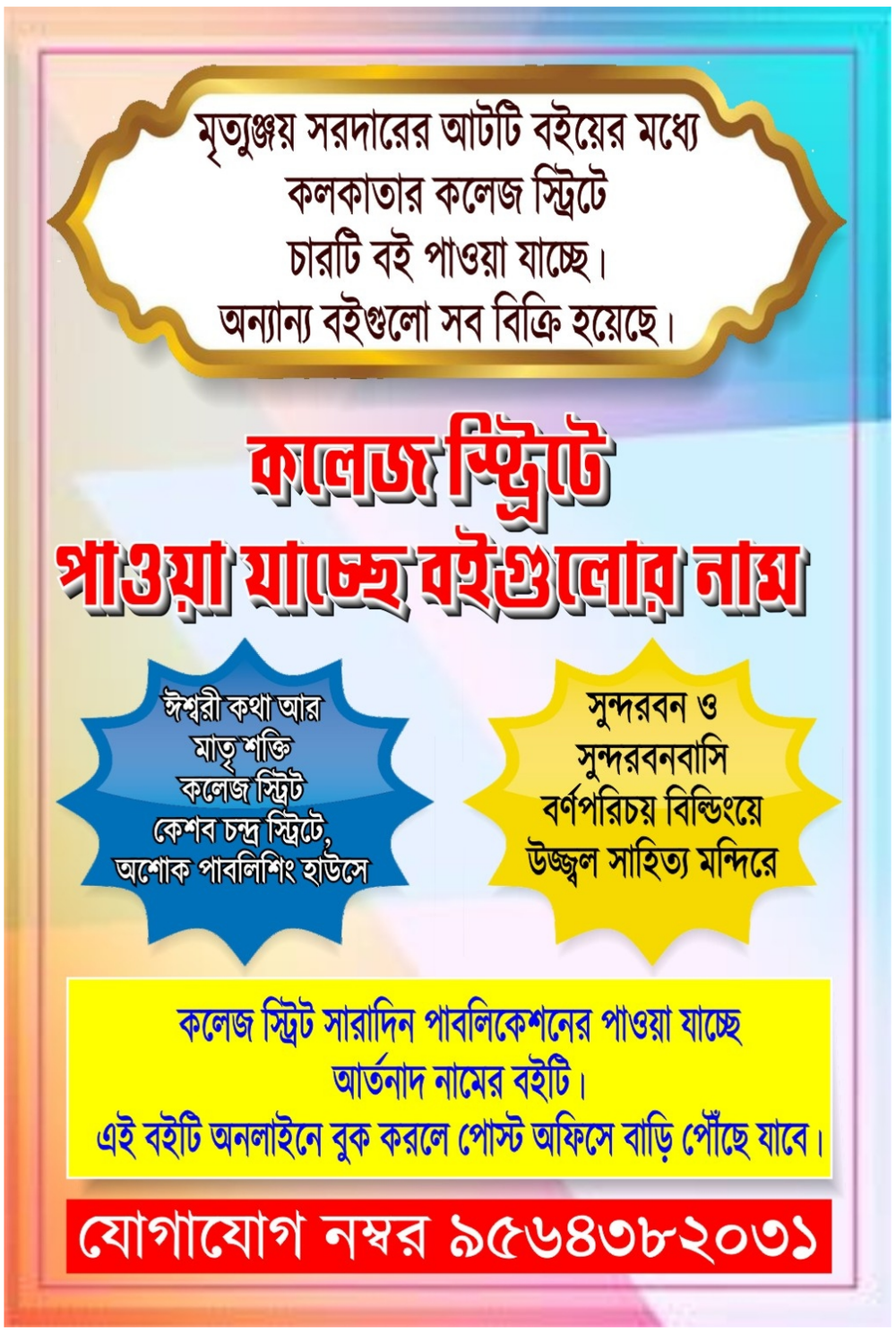

সুন্দরবনে সংবর্ধিত মোহনবাগান সচিব

নুরসেলিম লস্কর, বাসন্তী

ভারতের জাতীয় ক্লাব হলো 'মোহনবাগান'। আর জাতীয় ক্লাবের সমর্থকরা সমগ্র দেশ তথা বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে থাকবে তা তো স্বাভাবিক ব্যাপার। ঠিক যেমন প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তীতে আবার রয়েছে সবুজ-মেরুন সমর্থকদের আস্ত একটি ফ্যান্স ক্লাব। গত শুক্রবার রাত্রে আবার চোরাডাকাতিয়া সুন্দরবন মোহনবাগান ফ্যান্স ক্লাব নামক ঐ ফ্যান্স ক্লাবের সদস্য,সদস্যারা মিলে ফুল, উত্তরীয়, মেমেন্টো দিয়ে তাদের প্রাণ প্রিয় ক্লাবের সচিব দেবাশীষ দত্ত ও ওঋঅ এর প্রাক্তন সহ-সভাপতি তথা সর্দান সমিতি কর্তা সৌরভ পাল কে নিজেদের ক্লাব ঘরে এক ছোট অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সংবর্ধিত করলো। আর শুক্রবার সুন্দরবনের মেরিনার্সদের মোহনবাগানের প্রতি ভালোবাসা ও আবেগ দেখে আপ্লুত মোহনবাগান সচিব থেকে শুরু করে সর্দান কর্তাও।

তাই তো সুন্দরবনের মোহনবাগানীদের আবেগে ভেসে গিয়ে ঐ ফ্যান্স ক্লাবের সদস্য, সদস্যাদের উদ্দেশ্যে মোহনবাগান সচিব বললেন, "আমি তোমাদের পাশে আছি!তোমরাই তো মাঠের আসল শক্তি, আমরা কেউ নয় তোমরা ছাড়া! এভাবেই এগিয়ে চলো "।

ইডি অফিসারের বাড়িতে আচমকা সিবিআই হানা,উদ্ধার নোটের 'পাহাড়'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

অফিসারের বাড়ি থেকে নোটের 'পাহাড়' উদ্ধার করল সিবিআই। অভিযোগ, ঘুষের টাকা নিজের বাড়ি এবং দফতরে গচ্ছিত রেখেছিলেন ওই ইডি কর্তা। তিনি পলাতক। তাঁর ভাইকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মূল অভিযুক্তের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। শিমলায় ইডি দফতরেও গিয়েছিল সিবিআইয়ের একটি দল। ওই অফিসারের দফতর থেকে বেশ কিছু নথি উদ্ধার করা হয়েছে। চণ্ডীগড় এবং শিমলার সিবিআই আধিকারিকদের যৌথ দল এই অভিযান চালিয়েছে। কিন্তু এখনও অভিযুক্তের সন্ধান মেলেনি।

হিমাচল প্রদেশের শিমলার ঘটনা। সেখানকারই বাসিন্দা অভিযুক্ত ইডি অফিসার।এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের সহকারী ডিরেক্টর পদে রয়েছেন তিনি। সিবিআইয়ের চণ্ডীগড়ের দফতরে সম্প্রতি দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। তার ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেই অভিযুক্তের বাড়িতে পৌঁছন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। সংবাদমাধ্যমকে এক সিবিআই আধিকারিক জানিয়েছেন, ওই ইডি কর্তা এবং তাঁর ভাই আর্থিক তছরুপ প্রতিরোধ আইনের তিন বছর আগের একটি মামলায় অভিযুক্ত। তাঁদের দু'জনের বিরুদ্ধেই ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। সেই তদন্তের সূত্রেই শিমলায় ইডি কর্তার বাড়িতে গিয়েছিলেন গোয়েন্দারা। তিনি বাড়িতে ছিলেন না। তাঁর ভাইকে গ্রেফতার করা হয়েছে।সিনিয়র এক সিবিআই আধিকারিক জানিয়েছেন, অভিযুক্ত ইডি কর্তার হেফাজত থেকে মোট ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম দফার তল্লাশিতে পাওয়া গিয়েছিল ৫৪ লক্ষ টাকা। ঘুষ হিসাবে যা তিনি নিয়েছিলেন বলে দাবি। ওই দিনই তাঁর ভাইকে হেফাজতে নেয় সিবিআই। একটি গাড়িও বাজেয়াপ্ত করা হয়। ছোটা শিমলার স্ট্রবেরি হিল্সের রানি ভিলায় ইডি কর্তার বাড়িতে হানা দিয়ে এর পর আরও ৫৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।

আবারো উত্তপ্ত মণিপুর, গ্রামরক্ষীকে গুলি করে হত্যা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় মণিপুর রাজ্যের দুটি গ্রামে শুক্রবার (২৭ ডিসেম্বর) সশস্ত্র ব্যক্তিরা বন্দুক ও বোমা হামলা চালিয়েছে। এতে স্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে বলে পুলিশ জানায়।

মুহুর্মুহু গুলির লড়াই হয় দুই পক্ষের মধ্যে। তাতে এক গ্রামরক্ষীর মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও দুজন। খবর এনডিটিভির।

পুলিশের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেন, পূর্ব ইম্ফল জেলার সানাসাবি ও থামনাপোকপি গ্রামে চালানো ওই হামলার পাল্টা জবাব দিয়েছেন নিরাপত্তা বাহিনী।

ওই কর্মকর্তা বলেন, সানাসাবি গ্রাম ও এর আশাপাশের এলাকায় পাহাড়ের ওপর থেকে বেলা পৌনে ১১টার দিকে সশস্ত্র ব্যক্তিরা এলোপাতাড়ি গুলি ও বোমা ছুড়তে শুরু করে। পরে নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীরা পাল্টা জবাব দিতে বাধ্য হয়।

এ সময় স্থানীয় লোকজন ভয়ে ছোটাছুটি শুরু করে। সশস্ত্র ব্যক্তিরা বেলা সাড়ে ১১টার দিকে থামনাপোকপি গ্রামেও হামলা চালিয়েছে। এর ফলে সেখানকার বাসিন্দাদের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সশস্ত্র ব্যক্তি ও নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে গোলাগুলি শুরু হলে স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে এদিকু সেদিক ছোটাছুটি করতে দেখা যায়। সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের সদস্যসহ (সিআরপিএফ) নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা সেখান থেকে বেশ কয়েকজন নারী, শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিকে উদ্ধার করেছে।

গত বছরের মে মাস থেকে এখন পর্যন্ত রাজ্যের মেইতেই এবং কুকি-জো সম্প্রদায়ের মধ্যে সহিংসতা সহিংসতায় ২৫০ জনের বেশি মানুষ নিহত ও হাজারো মানুষ ঘরছাড়া হয়েছেন।

ভারতে বাংলাদেশিদের প্রবেশ পুরোপুরি বন্ধ: ফ্যাক্ট চেক যা বলছে

স্টাফ রিপোর্টার নিউজ সারাদিন

ভারতের নদিয়া জেলার ঐতিহ্যবাহী লালন তীর্থ কদমখালীর লালন মেলায় এবারে কোন বাংলাদেশি অংশগ্রহণ করেনি বলে জানিয়েছে, ভারতের নিউজ বাংলা ১৮। ঐতিহ্যবাহী লালন তীর্থ কদমখালীর লালন মেলার নাম ভারত-বাংলাদেশ দুই প্রান্তেই বেশ পরিচিত।

প্রতিবেদন বলছে, এই মেলায় প্রতিদিন লালনের বিভিন্ন সংগীত চর্চা হয়ে থাকে। স্থানীয় এবং বাইরের একাধিক শিল্পীরা এসে লালনের গানে মাতিয়ে তোলেন দুই প্রান্তের মানুষকে।

প্রতিবেদন দাবি করছে, সম্প্রতি পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশে অস্থির পরিস্থিতির কারণে এ বছর বাংলাদেশের মানুষ কলকাতার নদীয়ায় লালনের মেলায় আসতে পারেনি বলে জানাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

প্রতিবেদন আরো দাবি করছে, তবে কি 'নো এন্ট্রি ফর বাংলাদেশি!' সিদ্ধান্ত পাকাপাকি হয়ে গেল!

ভারতের গণমাধ্যমের এমন সংবাদকে নেটিজেনরা নিচ্ছেন হাসির খোরাক হিসেবে। তারা দাবি করছেন ভারতের গণমাধ্যম যে দাবি করছে, বাংলাদেশে অস্থির পরিস্থিতি বিরাজমান এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং ভূয়া।

ফ্যাক্ট চেক বলছে, ভারতে বাংলাদেশিদের জন্য মেডিকেল ভিসাসহ অন্যান্য ভিসাও চালু করবে ভারত। পাশাপাশি কয়েকদিন আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল বাংলাদেশিদের জন্য সীমান্ত পর্যন্ত মেট্রোরেল চালু করবে ভারত। তাই ভারতের গণমাধ্যমের দাবি করা খবরটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

নবদ্বীপ থানার ব্যবস্থাপনায় জনসংযোগ, শীতবস্ত্র প্রদান এবং রক্তদান শিবির

অভিজিৎ সাহা, নবদ্বীপ, নদিয়া

মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার উদ্যোগে এবং নবদ্বীপ পুলিশ থানার ব্যবস্থাপনায় পৃথক দুটি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো ২৮ শে ডিসেম্বর শনিবার নবদ্বীপ থানা প্রাঙ্গনে।নবদ্বীপ থানার সেমিনার হলে প্রথম পর্যায়ের স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির "উৎসর্গ " উদ্বোধন করলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (রুরাল) উত্তম ঘোষ । রক্তদান শিবিরে ১০০ জন রক্তদাতা রক্ত দান করেন প্রত্যেক রক্তদাতাদের হাতে একটি করে গোলাপ ফুল, সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় নবদ্বীপ থানা প্রাঙ্গনে। কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার পরিচালনায় নবদ্বীপ থানার আয়োজনে জনসংযোগ ও শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো। পুলিশ সুপার জানান মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে জেলা পুলিশের পরিচালনায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন থানাতে আমাদের এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। পুলিশরা সমাজের অংশ বিশেষ। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয় তাই এইরকম কর্মসূচি নেওয়া উচিত। সেই মনে করে নবদ্বীপ থানায় ১০০ জন রক্তদাতা রক্তদান করলেন তার সঙ্গে সমাজে পিছিয়ে পড়া দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস প্রায় পাঁচশ জন মানুষের মধ্যে

এরপর ৩ পাতায়

পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনে কড়া পদক্ষেপ কলকাতা পুলিশের

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

জাল পাসপোর্ট নিয়ে আদালতে ভর্ৎসনার মুখে পড়েছে কলকাতা পুলিশ। প্রকাশ্যে এসেছে, ভেরিফিকেশনের সময় পুলিশি গাফিলতির একাধিক উদাহরণ। এমন পরিস্থিতি পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়ায় পুলিশি ভূমিকায় বদল আনছে কলকাতা পুলিশ। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে সে কথা জানালেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা।

আরও কড়া হচ্ছে পুলিশি ভেরিফিকেশন।নয়া প্রক্রিয়া নিয়ে প্রতিটি থানায় নির্দেশিকা পাঠাচ্ছেন নগরপাল। যেখানে বলা হয়েছে, পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন খুবই

এরপর ৩ পাতায়

২০২৫ সালে ১০ লাখেরও বেশি ভারতীয়কে ভিসা দেবে যুক্তরাষ্ট্র

স্টাফ রিপোর্টার নিউজ সারাদিন

আগামী ২০২৫ সালে ১০ লাখেরও বেশি ভারতীয়কে ননইমির্গ্যান্ট বা দর্শনার্থী ভিসা দেওয়ার কথা জানিয়েছে ভারতের মার্কিন দূতাবাস।

শুক্রবার (২৭ ডিসেম্বর) এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে ভারতের মার্কিন দূতাবাস।

দূতাবাসের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আমরা গত ২০২৪ সালের ধারাবাহিকতা ২০২৫ সালেও অব্যাহত রাখতে চাই। প্রাথমিকভাবে ১০ লাখের বেশি ভারতীয়কে দর্শনার্থী ভিসা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এই সংখ্যা পরে আরও বাড়তে পারে।'

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, বিদায়ী ২০২৪ সালের তুলনায় আসন্ন ২০২৫ সালে আরও বেশি সংখ্যক ভারতীয় কর্মী-চাকরিজীবীকে এইচ-১বি ভিসা

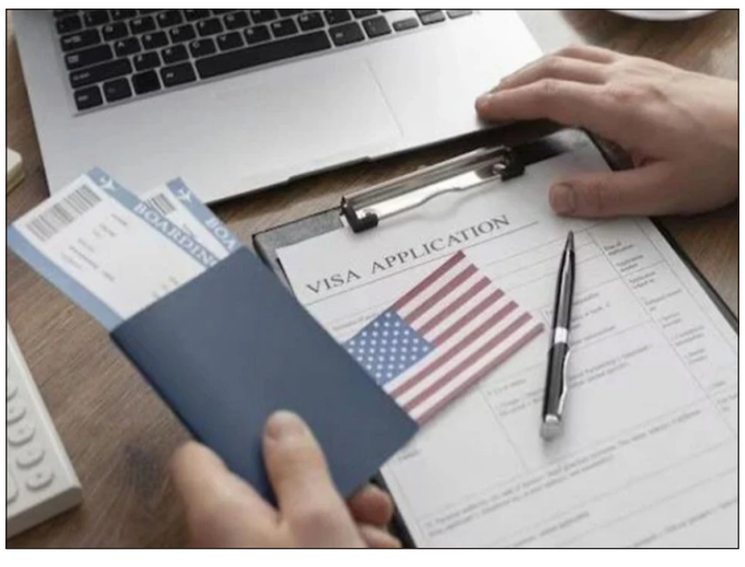

দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কাজও শুরু হয়েছে। যে সব বিদেশি কর্মী যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘদিন কিংবা স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি পেয়েছেন, তাদেরকে এইচ-১বি ভিসা প্রদান করে দেশটির সরকার। গত চার বছরে যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ করতে ইচ্ছুক সামর্থ্যবান ভারতীয়ের সংখ্যা বেড়েছে অন্তত ৫ গুণ। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে দর্শনার্থী ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছেন ২০ লাখেরও বেশি ভারতীয়, যা শতকরা হিসেবে আগের বছর ২০২৩ সালের চেয়ে ২৬ শতাংশ বেশি।

মার্কিন দূতাবাসের শুক্রবারের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের জন্য দর্শনার্থী ভিসা রয়েছে- এমন ভারতীয়র সংখ্যা এই মুহূর্তে ৫০ লাখ এবং প্রতিদিনই এক হাজারের বেশি ভারতীয়কে দর্শনার্থী ভিসা প্রদান করছে নয়াদিল্লির মার্কিন দূতাবাস।

মার্কিন আইন অনুযায়ী, দর্শনার্থী ভিসাধারীরা ভ্রমণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যেতে পারবেন এবং প্রথমবার যাওয়ার পর সর্বোচ্চ ৬ মাস অবস্থান করতে পারবেন সেখানে। কোনো দর্শনার্থী এর বেশিদিন অবস্থান করলে ভিসা বাতিলসহ তার বিরুদ্ধে আইনী পদক্ষেপ নিতে পারবে পুলিশ।

১-ম পাতার পর

প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আদালতে পার্থর বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ সিবিআইয়ের

গ্রেফতারের ৮৮ দিনের মাথায় চার্জশিট জমা দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি। সূত্রের খবর, প্রায় ২৫ থেকে ৩০ পৃষ্ঠার কাছাকাছি চার্জশিট পেশ করা হয় আদালতে। সিবিআই সূত্রে খবর, ওই তিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির প্রমাণ মিলেছে। আর তার উল্লেখ রয়েছে চার্জশিটে। আর অন্যদিকে, প্রাথমিকে নিয়োগ সংক্রান্ত ইডির মামলায় পার্থ-সহ সব মিলিয়ে মোট ৫৪ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া চলছেও বিচার ভবনে। এরপর বৃহস্পতির পরে শুক্রবারও শুনানি হয় আদালতে। বৃহস্পতিবার চার্জ গঠনের শুনানিতে আদালতে ইডি দাবি করে যে, সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে 'কালীঘাটের কাকু'র সঙ্গে পার্থ, মানিক ভট্টাচার্য, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কুন্তল ঘোষের যোগ স্পষ্ট। আদালতগুলিতে এখন শীতের ছুটি চললেও পার্থদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের জন্য বৃহস্পতিবার বিশেষ আদালত বসেছিল কলকাতা এর বিচার ভবনে।

সিবিআই তদন্তে দাবি, প্রাথমিক টেট নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাম উঠে এসেছে। পরবর্তীতে সেই সূত্র ধরেই গ্রেফতার হন পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অয়ন শীল এবং সন্তু গঙ্গোপাধ্যায়। প্রায় আড়াই বছর আগে, নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে ২০২২ সালের ২২ জুলাই দক্ষিণ কলকাতার নাকতলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে অভিযান চালায় ইডি। দীর্ঘ তল্লাশি এবং জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার করা হয়েছিল রাজ্যে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। বর্তমানে সেই মামলার চার্জ গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

মহান অর্থনীতিবিদ ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং পঞ্চতত্ত্বে মিশে গেলেন

নভেশ কুমার, সিনিয়র সাংবাদিক

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৪ (এজেন্সি)। আজ এখানে নিগমবোধ ঘাটে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় সম্মানের সাথে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডাঃ মনমোহন সিংয়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। তার মেয়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় প্রজ্বলন করেন।

গত শুক্রবার রাতে এইমস-এ মারা যান ড. তার বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। শেষকৃত্য উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, শ্রীমতি সোনিয়া গান্ধী, মল্লিকার্জুন খার্গ, রাহুল গান্ধী, শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা ভাদ্রা এবং ভুটানের রাজা সহ অনেক বড় নেতা দিল্লির নিগম বোধে উপস্থিত ছিলেন। ঘাট।

ডাঃ সিং-এর পরিবারের পক্ষ থেকে, তাঁর স্ত্রী মিসেস গুরশরণ কৌর এবং কন্যা উপিন্দর সিং, দমন সিং এবং অমৃত সিং নিগমবোধ ঘাটে উপস্থিত ছিলেন। পরিবারটি প্রধানমন্ত্রী মোদীর সাথেও দেখা করেছে।

২ পাতার পর

নবদ্বীপ থানার ব্যবস্থাপনায় জনসংযোগ, শীতবস্ত্র প্রদান এবং রক্তদান শিবির

শীতবস্ত্র প্রদান করা হলো। বিভিন্ন সময়ে আমাদের বিভিন্ন রকম কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকি দায়বদ্ধতার সাথে। আই সি জলেশ্বর তিওয়ারী বলেন দূর্গা পূজার আগে মানুষের মধ্যে নতুন পরিধান বিতরণ করা, বিভিন্ন সমস্যার কারণে দুস্থ মানুষরা রাসের সময় ঠাকুর দেখতে পারেন না তাদের আমরা গাড়িতে করে নবদ্বীপ শহরের ঠাকুর পরিদর্শন করিয়ে থাকি পাশাপাশি মেধা দুস্থ ছাত্রদের মধ্যে পড়াশোনার বই খাতা বিতরণ করা হয়ে থাকে।

এই মহতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপের পৌরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহা, বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, নবদ্বীপ প্রেসক্লাবের সভাপতি জাতীয় শিক্ষক বিজন কুমার সাহা, সহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন নবদ্বীপ থানার আইসি জলেশ্বর তেওয়ারি।

২ পাতার পর

পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনে কড়া পদক্ষেপ কলকাতা পুলিশের

গুরুত্বপূর্ণ। পাসপোর্ট দেওয়ার আগে সব থানার ওসিকে নোডাল অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে হবে। ভেরিফিকেশনের সময় ভিনরাজ্য থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অপরাধের তথ্য এবং জন্ম তারিখের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। সতর্ক হয়ে ঠিকানা যাচাই করতে হবে। ভেরিফিকেশনের সময় পুলিশ কী ভূমিকা পালন করছে, তা খাতায় কলমে নথিবদ্ধ করতে হবে, যাতে পুলিশকে আদালতে প্রশ্নের মুখে পড়তে না হয়। পাসপোর্ট আবেদনকারীর ঠিকানা যাচাই করবেন এসিপি, ডিসিপিরা। শুধু ঠিকানা যাচাই নয়, পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের গোটা প্রক্রিয়াই যাচাই করতে হবে তাঁদের। যাচাই করা তথ্য জাতীয়স্তরের পোর্টালেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

স্বামীত্ব প্রকল্পের অধীন সম্পত্তি মালিকদের প্রধানমন্ত্রী ৫০ লক্ষেরও বেশি সম্পত্তি কার্ড বিতরণ করবেন

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৪

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী স্বামীত্ব প্রকল্পে ২৭ ডিসেম্বর ১০ টি রাজ্য এবং দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ২০০টি জেলায় ৪৬,০০০-এরও বেশি গ্রামে সম্পত্তি মালিকদের ৫০ লক্ষেরও বেশি সম্পত্তি কার্ড বিতরণ করবেন। বেলা ১২.৩০ নাগাদ ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে তা অনুষ্ঠিত হবে। প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ ভারতে দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতির দিকে তাকিয়ে স্বামীত্ব প্রকল্পের সূচনা করেন যাতে উন্নত ড্রোন প্রযুক্তির মাধ্যমে বাসস্থান এলাকাগুলিতে গৃহ মালিকদের সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত নথি দ্রুত প্রদান করা যায়। এই প্রকল্পের ফলে সম্পত্তির অধিকার প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন হয়। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাঙ্ক ঋণ পাওয়াও সহজ হয়, সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদের পরিমান কমিয়ে আনা যায়। গ্রামীণ এলাকায় সম্পত্তির মূল্যায়ণ এবং সম্পত্তি কর নির্ধারণ প্রক্রিয়া সহজ হয়ে ওঠে ফলে গ্রাম স্তরের পরিকল্পনা সর্বাত্মক রূপ নেয়। ড্রোন সমীক্ষা ৩ লক্ষ ১০ হাজার গ্রামে এ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়েছে যা নির্ধারিত লক্ষ্যের গ্রামগুলির ৯২ শতাংশ। এ পর্যন্ত প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার গ্রামের জন্য ২ কোটি ২০ লক্ষের মতো সম্পত্তি কার্ড প্রস্তুত করা হয়েছে। ত্রিপুরা, গোয়া, উত্তরাখণ্ড এবং হরিয়ানাতে এই প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং বিভিন্ন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলেও ড্রোন সমীক্ষার কাজও সম্পূর্ণ হয়েছে।

কংগ্রেস-আপ দ্বন্দ্ব': ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্বে আসবেন মমতা?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বাইরের তাপমাত্রাকে উপেক্ষা করে এই মুহূর্তে দিল্লির পারদ উর্ধ্বমুখী, এর পেছনে আছে ভারেতের রাজধানীতে চলতে থাকা রাজনৈতিক উত্তেজনা। বিধানসভার ভোটকে ঘিরে রাজনীতির ময়দান কিন্তু বেশ সরগরম। 'কুর্সির' দিকে তাকিয়ে বিরোধী দলগুলো যেমন একে অপরকে নিশানা করতে ভুলছে না, তেমনই 'কোন্দল' দেখা গিয়েছে দুই শরিক দলের মধ্যেও।

বিজেপি বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের দুই শরিক- আম আদমি পার্টি (এএপি বা আপ) এবং কংগ্রেসের সাম্প্রতিক 'দ্বন্দ্ব' এই মুহূর্তে আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সন্দীপ দীক্ষিতকে নির্বাচনি ময়দানে প্রার্থী করায় এমনিতেই 'রুষ্ট' ছিল আম আদমি পার্টি। তার ওপর ইন্ধন দিয়েছে কংগ্রেসের নেতা অজয় মাকেনের সাম্প্রতিক মন্তব্য। দিল্লির উন্নয়ন সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে 'ফর্জিওয়াল' (জালিয়াত) বলে কটাক্ষ করেছেন তিনি।

প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আম আদমি পার্টি জানিয়ে দিয়েছে, কংগ্রেস যদি অজয় মাকেনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয় তবে তাদের (কংগ্রেসকে) বহিষ্কারের কথা ইন্ডিয়া জোটের অন্যান্য শরিকদের বলবে। প্রসঙ্গত, ইন্ডিয়া জোটের শরিক দলগুলোর মধ্যে সংঘাত নতুন নয়। কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলার নজিরও বিরল নয়। জোটের অন্যতম শরিক তৃণমূল কংগ্রেস একাধিকবার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছে, তাদের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্নও তুলেছে।

মমতা ব্যানার্জী যে জোটের নেতৃত্ব দিতে পারেন সে বিষয়েও ইঙ্গিত দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো নিজেই। বিভিন্ন সময়ে সমাজবাদী পার্টি, রাষ্ট্রীয় জনতা দলের মতো জোট শরিকদের সঙ্গেও কংগ্রেসের 'মত পার্থক্যও' প্রকাশ্যে এসেছে। এই আবহে যে প্রশ্নগুলো উঠছে তা হলো আম আদমি পার্টি আর কংগ্রেসের 'তরজার' ফলে আবার নড়বড়ে হচ্ছে ইন্ডিয়া জোট? কংগ্রেস কি সত্যিই কোণঠাসা হয়ে পড়ছে? আর সে ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেস কি ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্ব হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে পারবে?

কংগ্রেস নেতা অজয় মাকেন সম্প্রতি সাংবাদিক সম্মেলনে আম আদমি পার্টি ও বিজেপিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ১২ দফা শ্বেতপত্র প্রকাশ করেন। মাকেনের অভিযোগ, দিল্লির সাবেক মুখ্যমন্ত্রী এমন প্রকল্পের কথা বলে মানুষকে 'ঠকাচ্ছেন' এবং 'বিভ্রান্ত' করছেন, যার আদতে কোনো অস্তিত্বই নেই। তার অভিযোগ, দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের ওপর ভিত্তি করে আম আদমি পার্টি ক্ষমতায় এসেছিল, কিন্তু দিল্লিতে জনলোকপাল স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে তারা। অজয় মাকেন বলেছেন, "দিল্লির সাবেক মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ব্যাখ্যা করতে যদি কোনো শব্দ ব্যবহার করা হয়, তা হলো ফর্জিওয়াল।"

আম আদমি পার্টি কী বলছে?

এরপর কড়া প্রতিক্রিয়া দেয় আম আদমি পার্টি। দিল্লির বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেত্রী অতিশী এবং রাজ্যসভার সদস্য সঞ্জয় সিং কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন। সাংবাদিক বৈঠকে তারা পাল্টা অভিযোগ তোলেন, দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে সাহায্য করছে কংগ্রেস। সিং বলেছেন, "দিল্লিতে কংগ্রেস কিন্তু বিজেপির পাশে রয়েছে। বিধানসভা ভোটে বিজেপিকে সুবিধা করে দিতে সব রকম চেষ্টা চালাচ্ছে। অজয় মাকেন বিজেপির লেখা চিত্রনাট্য পাঠ করেন, বিজেপির নির্দেশে বিবৃতি দেন এবং বিজেপির নির্দেশে আপ নেতাদের নিশানা করেন।" "তিনি সব সীমা অতিক্রম করে আমাদের নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে দেশবিরোধী বলেছেন। কংগ্রেস বা অজয় মাকেন তো কখনও দিল্লির কোনো বিজেপি নেতাকে দেশদ্রোহী বলেননি?"

সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনে, দিল্লিতে আম আদমি পার্টি এবং কংগ্রেসকে জোট বাঁধতে দেখা গিয়েছিল। দুই দলের নেতারা একে অপরের প্রার্থীদের হয়ে প্রচারও করেছিলেন। সেই 'প্রচেষ্টা' অবশ্য ব্যর্থ হয়েছিল কারণ দিল্লির সাতটা আসনে ছিল বিজেপির ঝুলিতে। সেই প্রসঙ্গ টেনে সিং বলেছেন, "দিল্লিতে কংগ্রেস প্রার্থীদের হয়ে প্রচার করেছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। চন্ডিগড়েও কংগ্রেসের হয়ে প্রচার করেছিলেন তিনি। সংসদে বিভিন্ন ইস্যুতে বারবার কংগ্রেসের পাশে দাঁড়িয়েছে আপ। আর আপনি আমাদের নেতাকেই দেশদ্রোহী বলছেন, যুব কংগ্রেস তার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করছে?"

প্রসঙ্গত, সরকারকে প্রস্তাবিত মহিলা সম্মান যোজনা এবং সঞ্জীবনী যোজনা সম্পর্কে জানানো হয়নি। এগুলো 'অস্তিত্বহীন' বলে জনসাধারণের উদ্দেশে সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার পর যুব কংগ্রেস কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিল। এদিকে জোট সঙ্গীদের সমর্থনের বিষয়ে আম আদমি পার্টি যে সব সময় উৎসাহী সে বিষয়েও উল্লেখ করেছেন সঞ্জয় সিং।

হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে আপ। কিন্তু কংগ্রেস তাতে রাজি হয়নি। তাই আমরা নির্বাচনে লড়েছি কিন্তু কংগ্রেস বা তার নেতাদের জন্য একটাও অনুপযুক্ত শব্দ উচ্চারণ করিনি।"

কংগ্রেস যে শুধু বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে তাই নয়। প্রার্থীদের জন্য খরচও তারাই (বিজেপি) জোটাচ্ছে বলে আক্রমণ করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশী।

বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, "আমরা সরকারি সূত্র থেকে জানতে পেরেছি যে কংগ্রেস প্রার্থীদের নির্বাচনি খরচ ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে আসছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রার্থী হলেন সন্দীপ দীক্ষিত এবং জঙ্গপুরা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ফরহাদ সুরি।"

তিনি বলেন, "কংগ্রেস যদি বিজেপিকে জিততে দিতে না চায়, তাহলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অজয় মাকেনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কংগ্রেস নেতাদের দিল্লিবাসীকে জানানো উচিত যে সন্দীপ দীক্ষিত এবং ফিরহাদ সুরির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য অর্থ কোথা থেকে আসছে।"

বিজেপির বক্তব্য

আম আদমি পার্টি এবং কংগ্রেসে এই অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বিজেপি। দলের জাতীয় মুখপাত্র ড. সুধাংশু ত্রিবেদী বলেছেন, "আম আদমি পার্টি প্রায়শই খবরে থাকার জন্য উদ্ভট বিবৃতি দিয়ে থাকে। আর এই বিবৃতিটাও ওই একই সিরিজের একটা মজাদার এবং রহস্যময় উন্মোচনের ইঙ্গিতবহ বিবৃতি।"

"নিজের অজান্তেই তার কাছ থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেল যে দিল্লির নির্বাচনে নিজের পরাজয় মেনে নিয়েছেন তিনি।" একইসঙ্গে তিনি স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেননি যে ইন্ডিয়া জোটে 'ফাটল' ধরছে।

তিনি বলেছেন,"দিল্লিবাসীর ভালোভাবে মনে আছে যে মাত্র ছয় মাস আগে এরা (কংগ্রেস এবং আপ) ইন্ডিয়া জোট হিসাবে একসঙ্গে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল।"

শরিকি সমীকরণ এবং তৃণমূল কংগ্রেস এবং আম আদমি পার্টির এই সংঘাতের প্রসঙ্গে কংগ্রেসের সাংগঠনিক সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল বলেন, "আমরা ইন্ডিয়া জোটকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকি। আমাদের লক্ষ্য এই জোটকে আরও মজবুত করে তোলা।"

তবে আম আদমি পার্টি এবং কংগ্রেসের এই চাপানউতোর নিয়ে মন্তব্য এড়িয়ে গিয়েছেন জোট শরিকদের নেতারা।

এদিকে, মমতা ব্যানার্জী এই প্রসঙ্গে কোনো মন্তব্য করতে না চাইলেও কংগ্রেস এবং আম আদমি পার্টির সংঘাত চলতে থাকলে তৃণমূল যে সুবিধা পেতে পারে সে কথা মনে করে তৃণমূলের অন্দরমহল।

ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম প্রধান শরিক দল তৃণমূল কিন্তু জোটের নেতৃত্বে কংগ্রেসের থাকা নিয়ে একাধিকবার প্রশ্ন তুলেছে। নিজেই যে জোটের নেতৃত্ব দিতে ইচ্ছুক সে কথাও বলেছেন মমতা ব্যানার্জী।

তাকে সমর্থন করতে দেখা গিয়েছে অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি, আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ, এনসিপি (এসপি) সভাপতি শরদ পওয়ার, জম্মু ও কাশ্মীর ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আবদুল্লাহসহ অনেক নেতাকে।

বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন?

আম আদমি পার্টি এবং কংগ্রেসের এই 'সংঘাত' নির্বাচনি কৌশল কি না সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিশেষজ্ঞরা।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং অধ্যাপক ড. বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন, "দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচন আছে। ফলে আম আদমি পার্টি যে কংগ্রেসের থেকে নিজেদের আলাদা করতে চাইছে এই আলাদা করে নেওয়ার বিষয়টা স্থায়ী হবে কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। বিধানসভা নির্বাচন হয়ে গেলেই হয়ত আম আদমি পার্টির সঙ্গে আবার বিষয়টা ঠিক হয়ে যাবে। কাজেই কৌশলগত জায়গা থেকে এটা স্থায়ী হবে কি না সেটা দেখার বিষয়।"

একই মত প্রকাশ করেছেন সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক স্নিগ্ধেন্দু ভট্টাচার্যও। তার কথায়, "আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই দুই দলের মধ্যে টানাপড়েন থাকাটা প্রত্যাশিত এবং স্বাভাবিকও। কারণ আম আদমি পার্টির উত্থানই কিন্তু কংগ্রেসের বিরোধিতা করে।"

"তবে এই সম্পর্ক কোনদিকে যাবে সেটা আগাম বলার জন্য নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।"

তিনিও মনে করেন দুই দলের মধ্যে এই 'দ্বন্দ্ব' নির্বাচনি কৌশল হতে পারে।

প্রসঙ্গত, ইন্ডিয়া জোটের অংশ হওয়ার আগে বিরোধী হিসেবে আম আদমি পার্টি এবং কংগ্রেসের মধ্যে ইতিহাস রয়েছে।

দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নেতৃত্বাধীন দল কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিতকে সরিয়ে ক্ষমতায় আসে। আসন্ন বিধানসভা ভোটে মিজ দীক্ষিতের ছেলে সন্দীপ দীক্ষিতকে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে প্রার্থী করেছে কংগ্রেস।

এদিকে প্রশ্ন উঠছে ইন্ডিয়া জোটের ঐক্যে কি তাহলে আবার ফাটল ধরল? বিশেষজ্ঞদের মতে বর্তমান আবহে ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে প্রশ্ন রয়েছে তেমনটা বলা সম্ভব নয়। ভট্টাচার্য বলেন, "এটা ঠিক যে কংগ্রেসকে কেন্দ্র করে ইন্ডিয়া জোটের মধ্যে টেনশন বরাবরই রয়েছে। আর সে কথা মাথায় রেখেই তৃণমূল কিন্তু অন্যান্য দলের সঙ্গে ভেতরে ভেতরে যোগাযোগও রাখে। তারাও এই বিষয়টাকে নজরে রাখবে।"

"তবে জোটগুলোর মধ্যে অনেক সমীকরণ আছে,

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ৩৫০ সংখ্যা ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ রবিবার ১৩ পৌষ, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

নতুন দিল্লিতে বীর বাল দিবস অনুষ্ঠানে যোগ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত বীর বাল দিবস অনুষ্ঠানে অংশ নেন। তৃতীয় বীর বাল দিবস আয়োজন উপলক্ষ্যে উপস্থিত জনগণকে সম্ভাষণ করে তিনি বলেন, তাঁর সরকার সাহেবজাদাদের অতুলনীয় সাহসীকতা ও আত্মত্যাগের স্মরণে বীর বাল দিবস চালু করেছে। এই দিনটি এখন কোটি কোটি ভারতবাসীর কাছে জাতীয় অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছে এবং অনেক শিশু ও যুবককে অদম্য সাহস দেখাতে অনুপ্রাণিত করছে। শ্রী মোদী বীর বাল পুরস্কারে ভূষিত ১৭ জন শিশুর প্রশংসা করে বলেন, সাহসীকতা, উদ্ভাবন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, খেলাধুলা এবং শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য এরা পুরস্কৃত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী গুরু এবং বীর সাহেবজাদাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি পুরস্কার বিজয়ী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের অভিনন্দন জানান।

সাহসী সাহেবজাদাদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে শ্রী মোদী বলেন, বর্তমান প্রজন্মের যুবক যুবতীদের সেইসব সাহসিকতার গল্প জানা প্রয়োজন এবং সেগুলি মনে রাখাও জরুরি। তিন শতাব্দী আগে এই দিনে বীর সাহেবজাদারা তাঁদের আত্মবলিদান দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাহেব জোরুয়ার সিং এবং সাহেব ফতে সিং শৈশবে অসীম সাহসী ছিলেন। মুঘলদের সমস্ত প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করে, যাবতীয় নৃশংসতা সহ্য করে উজীর খানের দেওয়া মৃত্যুদণ্ড সাহসীকতার সঙ্গে মেনে নিয়েছিলেন। শ্রী মোদী বলেন, সাহেবজাদারা তাঁকে গুরু অর্জুন দেব, গুরু তেগ বাহাদুর এবং গুরু গোবিন্দ সিং-এর সাহসিকতার কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বীর বাল দিবস আমাদের শেখায় যে পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক না কেন, জাতি ও জাতীয় স্বার্থের চেয়ে বড় কিছু নয়। তিনি বলেন, 'দেশের জন্য করা প্রতিটি কাজই বীরত্বের এবং দেশের জন্য বেঁচে থাকা প্রত্যেক শিশু ও যুবক দেশমাতৃকার সাহসী সন্তান।'

শ্রী মোদী বলেন, এবারের বীর বাল দিবস আরও বিশেষ কারণ এটি ভারতীয় সাধারণতন্ত্র এবং আমাদের সংবিধান প্রতিষ্ঠার ৭৫-তম বছর। সাহসী সাহেবজাদাদের কাছ থেকে দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতার জন্য কাজ করার অনুপ্রেরণা পান দেশের নাগরিকরা। তিনি বলেন, আমাদের গণতন্ত্র সমাজের একেবারে প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষটির উন্নতির জন্য আমাদের অনুপ্রাণিত করে। সংবিধান আমাদের শেখায় এই দেশে কেউ ছোট বা বড় নয়। তিনি বলেন, সাহেবজাদাদের জীবন আমাদের জাতীয় অখণ্ডতা ও আদর্শের সঙ্গে আপোষ না করতে শেখায় এবং ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার নীতিকে সমর্থন করে সংবিধান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের গণতন্ত্রের বিশালতা, গুরুদের শিক্ষা, সাহেবজাদাদের আত্মত্যাগ এবং জাতীয় ঐক্যের প্রতীক।

শ্রী মোদী বলেন, অতীত থেকে এখনও পর্যন্ত দেশের তরুণ প্রজন্ম ভারতের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে ২১ শতকের আন্দোলন প্রতিটিতেই ভারতীয় যুবকরা যে বিশেষ অবদান রেখেছে, প্রধানমন্ত্রী তার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, যুব শক্তির কারণেই বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে আশা ও প্রত্যাশার সঙ্গে ভারতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বিজ্ঞান, খেলাধুলা, উদ্যোগ, যুব শক্তি নতুন বিপ্লবের জন্ম দিচ্ছে। তাই সরকারি নীতিতে এখন সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে তরুণদের ক্ষমতায়নে। তিনি বলেন, স্টার্টআপ, ইকো সিস্টেম, মহাকাশ অর্থনীতি, খেলাধুলা ও ফিটনেস ক্ষেত্র, ফিনটেক, উৎপাদন শিল্প, দক্ষতা উন্নয়ন সব ক্ষেত্রেই যুবকদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। দেশের উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত তরুণরা এই সব ক্ষেত্রে নতুন নতুন সুযোগ পাচ্ছেন এবং তাদের মেধা ও আত্মবিশ্বাস তুলে ধরতে সরকারের সহযোগিতা পাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমানের দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে নতুন নতুন চাহিদা, প্রত্যাশা ও ভবিষ্যতের দিক নির্দেশনা তৈরি হচ্ছে। তিনি গতানুগতিক সফটওয়্যার থেকে এআই এবং মেশিন লার্নিং-এর দিকে পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের যুবকদের ভবিষ্যৎমুখী হয়ে ওঠার ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে অনেক আগেই এর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এখানে শিক্ষার আধুনিকীকরণের পাশাপাশি শিক্ষার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করা হয়েছে। ছোট শিশুদের মধ্যে উদ্ভাবনের প্রচারের জন্য ১০,০০০-এরও বেশি অটল টিঙ্কারিং ল্যাব চালু করা হয়েছে। শ্রী মোদী বলেন, মেরা যুব ভারত অভিযানের উদ্দেশ্য হল, শিক্ষার পাশাপাশি ব্যবহারিক সুযোগ প্রদান করে যুবকদের মধ্যে সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধ জাগ্রত করা।

সুস্থ থাকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে শ্রী মোদী বলেন, একজন সুস্থ যুবক একটি সক্ষম জাতীকে নেতৃত্ব দিতে পারে। ফিট ইন্ডিয়া এবং খেলো ইন্ডিয়ার মতো উদ্যোগগুলি তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সুস্থতা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়িয়ে তুলছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী সুপোষিত গ্রাম পঞ্চায়েত অভিযান চালু করার কথা ঘোষণা করেন। এই অভিযান অপুষ্টি দূর করতে এবং উন্নত ভারতের ভিত্তিপ্রস্তর গড়ে তুলতে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা গড়ে তুলবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বীর বাল দিবস নতুন নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ও নিজেদের সর্বোচ্চ মানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করে। তিনি তরুণদের তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে সেরা হয়ে ওঠার জন্য আহ্বান জানান। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, পরিকাঠামো ক্ষেত্রে আমাদের রাস্তা, রেল নেটওয়ার্ক এবং বিমান বন্দর পরিকাঠামো বিশ্বের সেরা হওয়া উচিত। অন্যদিকে যদি উৎপাদন ক্ষেত্রে আমরা কাজ করি তাহলে আমাদের সেমি-কন্টাক্টর, ইলেক্ট্রনিক্স এবং অটো গাড়ি বিশ্বের মধ্যে সেরা হওয়া উচিত। পর্যটনের ক্ষেত্রে আমাদের ভ্রমণ সুবিধা, আতিথেয়তা সেরা হওয়া উচিত। প্রধানমন্ত্রী বলেন, উচ্চ লক্ষ্য নির্ধারণের অনুপ্রেরণা আসে সাহেবজাদাদের সাহসিকতা থেকে। আমাদের সংকল্প দেশের যুবকদের সক্ষমতার ওপর পূর্ণ আস্থা রাখা। তিনি বলেন, ভারতের যে যুবকরা বিশ্বের বৃহত্তম সংস্থাগুলির নেতৃত্ব দিতে পারে, আধুনিক বিশ্বকে পথ দেখাতে পারে এবং প্রতিটি বড় দেশে ও অঞ্চলে তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারে, তখন তারা তাদের দেশের জন্য নিশ্চয়ই সেরা হয়ে উঠবেন। শ্রী মোদী বলেন, প্রতিটি যুগে দেশের যুবকরা দেশের ভাগ্য পরিবর্তন করার সুযোগ পায়। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় যেমন ভারতীয় যুবকরা বিদেশী শক্তির অহংকার চূর্ণ করে নিজেদের লক্ষ্য পূরণ করেছিল, তেমনই বর্তমান তরুণদের লক্ষ্য উন্নত ভারত। আগামী ২৫ বছরে দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্য অবশ্যই অর্জন করা সম্ভব হবে বলে প্রধানমন্ত্রী আস্থা প্রকাশ করেন। তিনি তরুণদের নিজেদের সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। যেসব যুবকদের পরিবার কখনও সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িত ছিল না এমন ১ লক্ষ যুবকদের রাজনীতিতে আনার বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাখ্যা করে শ্রী মোদী বলেন, সারা দেশের গ্রাম শহর এবং শহরতলির লক্ষ লক্ষ যুবক এই কাজের মাধ্যমে উন্নত ভারতের পথদিশা তৈরিতে অংশ নিতে পারবেন। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, আগামী দশক, বিশেষ করে আগামী ৫ বছর অমৃতকালের ২৫ বছরের সংকল্পগুলি পূরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তিনি দেশের সমগ্র যুব শক্তিকে কাজে লাগানোর প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। তরুণদের সমর্থন, সহযোগিতা ও শক্তি ভারতকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে বলে প্রধানমন্ত্রী আস্থা প্রকাশ করেন। তিনি গুরু বীর সাহেবজাদা এবং মাতা গুজরি জির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ফলে একাধিক উপকার মিলতে শুরু করে। যেমন লক্ষ্মী মহা মন্ত্রের কথাই ধরুন না। সিংহভাগেরই আজানা এই মন্ত্রটি পাঠ করলে মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদ লাভের পথ প্রশস্ত হয়। ফলে অর্থনৈতিক উন্নতির স্বাদ পেতে যেমন সময় লাগে না, তেমনি আরও নানা সব উপকার পাওয়া যায়, যে সম্পর্কে এই প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। তবে সে বিষয়ে যাওয়ার আগে একটা কথা বলতে চাই বন্ধু, লক্ষ জন্ম পেরিয়ে পাওয়া এই মানব জীবনকে যদি বাস্তবিকই সার্থক বানাতে হয়, **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(পঁয়ত্রিশতম পর্ব)

ভাট্স্ বলছেন, হরপ্পায় পাওয়া মূর্তিকাগুলির মধ্যে অন্তত তিন ভাগের গায়ে কোনো রকম রঙ ব্যবহার করা হতো বলে মনে হয় না, যদিচ মোহেন্জো-দাড়োর মূর্তিগুলিতে আধুনিক কালের সিঁদুর মাখাবার মতোই কোনও এক-রকম প্রথা ছিল। কিন্তু, ম্যাকে যেমন মন্তব্য করেছেন, সুদীর্ঘ কাল ধরে নোনা মাটির তলায় চাপা পড়ে থাকবার ফলে মূর্তিকাগুলির গায়ে মাখানো সিঁদুর রঙ এমনই অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক যে আজকের দিনে তা সহজে চোখে পড়বার কথা নয়। তাই এ-কথা খুব জোর করে বলা সম্ভব নয় যে হরপ্পা-সংস্কৃতির বেশির ভাগ, মূর্তিকার গায়ে সিঁদুর-রঙ দেওয়ার প্রথা ছিল না। অপরপক্ষে, ভাট্স্ নিজেই স্বীকার করেছেন, অন্তত মোহেন্জো-দাড়ো মূর্তিকাগুলির গায়ে সিঁদুর-রঙ মাখানো সুস্পষ্ট প্রমাণ চোখে পড়ে এবং তাঁর মতেও এ-থেকে মূর্তিকাগুলির সঙ্গে ধর্মানুষ্ঠানের সম্পর্কই প্রমাণিত হয়। ম্যাকে আরও মন্তব্য করেছেন, নারী-মূর্তিকার গায়ে এ-জাতীয় ধর্মানুষ্ঠানগত সিঁদুর-রঙ মাখাবার দৃষ্টান্ত শুধু মাত্র প্রাচীন ও আধুনিক ভারতবর্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মিশর, সাইপ্রাস, মালটা এবং ডানিউব সংস্কৃতির কেন্দ্রেও একই প্রথার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। প্রসঙ্গত বলে রাখা যায়, 'ভিলেন্ডর্ফের ভেনাস' নামের প্রত্নতত্ত্বলব্ধ সর্বপ্রাচীন মাতৃমূর্তিকার দৃষ্টান্তেও এই প্রথারই চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে।" (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয় দর্শন ৬২-৩)।

ভিলেনডর্ফের ভেনাস ইউরোপের একটি মাতৃকামূর্তি। ত্রিশ হাজার

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৩ পাতার পর

কংগ্রেস-আপ দ্বন্দ্ব': ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্বে আসবেন মমতা?

মতপার্থক্য রয়েছে। কিন্তু একইসঙ্গে বিজেপির বিরুদ্ধে টিকে থাকার চাপও রয়েছে। এই চাপটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমার ব্যক্তিগত ধারণা কখনও এদের মধ্যে সমন্বয় দেখা যাবে আর কখনও কখনও মতপার্থক্যও দেখা যাবে।"

দুই দলের এই সংঘাত কি কোণঠাসা করতে পারবে কংগ্রেসকে? বিশেষজ্ঞদের মতে লোকসভা নির্বাচনে দিল্লিতে জোট বেঁধেও কংগ্রেস বা আম আদমি পার্টির লাভ হয়নি। জোট বাঁধলে আসন্ন বিধানসভা ভোটে তেমন কোনও লাভ হবে বলেও মনে করে না দুই দলের কোনোটাই। কিন্তু ইন্ডিয়া জোটে কংগ্রেসকে কোণঠাসা করাটা সহজ হবে না, তার কারণ জাতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের উপস্থিতি এবং সাম্প্রতিক নির্বাচনে তাদের ফল।

এই পরিস্থিতিতে তৃণমূলের কী সুবিধা হতে পারে?

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক চক্রবর্তী বলেন, "জাতীয় স্তরে মমতা ব্যানার্জীর নিশ্চিতভাবে একটা গুরুত্ব রয়েছে। বিশেষত সংখ্যালঘুদের দিক থেকে, তা সে পশ্চিমবঙ্গ হোক, তেলেঙ্গানা হোক বা জম্মু-কাশ্মীর। জাতীয় রাজনীতিতে তার জনপ্রিয়তাও রয়েছে। কিন্তু একইসঙ্গে আসন সংখ্যা যদি কংগ্রেসের পক্ষে থাকে তাহলে তাকে সরানো মুশকিল।"

এক্ষেত্রে কংগ্রেসের আসনসংখ্যাও একটা বড় ফ্যাক্টর বলে মনে করেন তিনি।

তার মতে,"যদি নরেন্দ্র মোদীকে হারাতে হয় তাহলে কংগ্রেসকে আসন বাড়াতে হবে। রাতারাতি কিন্তু তৃণমূলের পক্ষে জাতীয়স্তরে সেই আসন পাওয়া সম্ভব নয়। তৃণমূলের পক্ষে তেলেঙ্গানায় বা রাজস্থানে গিয়ে তা করা সম্ভব নয়। আসন যদি বাড়াতে হয় তাহলে সেটা কংগ্রেসকেই করতে হবে।"

"সংসদীয় গণতন্ত্রে যার কাছে আসন রয়েছে সরকার সেই গঠন করবে, নেতৃত্বও সেই দেবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আস্ফালন করতে পারেন কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রে আসন কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।"

মি. ভট্টাচার্যও একই মত প্রকাশ করেছেন। তার কথায়, "জাতীয় রাজনীতিতে মমতা ব্যানার্জীর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের মধ্যে প্রবীণ নেত্রী হিসবেও তার গুরুত্ব রয়েছে। তৃণমূলের জনপ্রিয়তার কমার তেমন ইঙ্গিত কোনো নির্বাচনি ফলাফলেই দেখা যায়নি।"

"কিন্ত এটাও বাস্তব যে কংগ্রেস ছাড়া ভারতে অন্য কোনো প্রধান বিরোধী দল নেই। এই বাস্তবতা কিন্তু অস্বীকার করা যায় না।"

ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

আজ শনিবার ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। সকালে কংগ্রেসের সদর দফতরে মনমোহনের সিংয়ের মরদেহ রাখা হয়। সেখানে তাকে শ্রদ্ধা জানান কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং অন্য রাজনীবিদরা। কংগ্রেসের সদর দফতর থেকে তার মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় যমুনা নদীর ধারে পূর্বনির্ধারিত নিগমবোধ ঘাটে। সেখানেই পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষ বিদায় জানানো হয় মনমোহন সিংহকে।

নিগমবোধ ঘাটে শনিবার তার শেষকৃত্যের সময়ে উপস্থিত ছিলেন সনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, মল্লিকার্জুন খড়গেসহ কংগ্রেস নেতারা। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়, বিজেপি সভাপতি জেপি নড্ডা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ এবং অন্য বিজেপি নেতারাও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। তৃণমূল নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মলয় ঘটক সকালে দিল্লিতে কংগ্রেসের সদর দফতরে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগেও মনমোহনকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

মনমোহন সিংয়ের শেষকৃত্য কোথায় হবে, তা নিয়ে শুক্রবার ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারে সাথে বিরোধের পরিস্থিতি তৈরি হয় কংগ্রেসের। নিগমবোধ ঘাটে শেষকৃত্যের সিদ্ধান্তে শুরু থেকেই আপত্তি জানিয়ে আসছিল কংগ্রেস। তারা চাইছিল, যমুনার তীরে রাজঘাটের আশপাশের কোনও জমিতে মনমোহন সিংয়ের শেষকৃত্য হবে, যেখানে ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী, অটলবিহারী বাজপেয়ীদের স্মৃতিসৌধ রয়েছে। এর আগে ভারতের কোনো সাবেক প্রধানমন্ত্রীর শেষকৃত্য এই শ্মশানে হয়েছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলে কংগ্রেস। তাদের বক্তব্য, নিগমবোধ ঘাটে শেষকৃত্য হলেও ওই স্থান স্মৃতিসৌধ নির্মাণের উপযুক্ত নয়, দাবি কংগ্রেসের। তারা চাইছিল এমন কোনও জায়গায় শেষকৃত্য হোক, যেখানে স্মৃতিসৌধ তৈরি করা যাবে।

এই বিতর্কের আবহে বৃহস্পতিবার রাতেই একটি বিবৃতি প্রকাশ করে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। কেন্দ্র জানায়, মনমোহনের স্মৃতিসৌধ তৈরির জন্য জায়গা দেওয়া হবে। কিন্তু সেই প্রক্রিয়ায় কিছুটা সময় লাগবে। মনমোহনের শেষকৃত্য এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পর এই বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছিল কেন্দ্র।

তুষারপাতে বিপর্যস্ত মানালি, আটকা পড়েছেন হাজারো পর্যটক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

কুলু, মানালিসহ ভারতের হিমাচলের পর্যটন স্থানগুলোতে গত কয়েক দিন ধরেই তুষারপাত হচ্ছে। নতুন বছরে তুষারপাতের পরিমাণ আরও বাড়তে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে রাজ্যটির আবহাওয়া দফতর। তুষারপাতের টানে হাজার হাজার পর্যটক ভিড় জমাচ্ছেন হিমাচল অঞ্চলের ওই রাজ্যে। কিন্তু অনেকেই রাস্তায় আটকে পড়ছেন। রাজ্যের পাহাড়ি এলাকার বহু রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। পর্যটকদের তাই নানা সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য বার বার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে রাজ্য প্রশাসনের পক্ষে।

তুষারপাতের জেরে রাস্তাগুলো পিচ্ছিল হয়ে গেছে। ফলে কোনও কোনও ক্ষেত্রে গাড়ি পিছলে যাচ্ছে। আর এই ধরনের ঘটনার মুখে যাতে পর্যটকদের পড়তে না হয়, তাই সতর্কও করা হচ্ছে। কিন্তু তার পরেও অনেকে সেই পরামর্শ উপেক্ষা করে ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছেন। ফলে বিপদের মুখে পড়তে হচ্ছে। মানালিতে পরিস্থিতি খারাপ। তুষারে ঢাকা রাস্তা। ফলে সেই রাস্তা দিয়ে যান চলাচলে সমস্যা হচ্ছে। মানালির মতো কুলুতেও তুষারপাতের কারণে পরিস্থিতি বিপর্যয়কর। পাঁচ হাজার পর্যটক আটকে রয়েছেন বলে জানিয়েছে সেখানকার পুলিশ। তাদের অনেককেই উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও চলছে উদ্ধারকাজ। তুষারপাতের কারণে কুলুতে যান চলাচল থমকে গিয়েছে। রাস্তা থেকে বরফ সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করতে আরও সময় লাগবে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন।

সিনেমার খবর

cinema TV

ছেলের প্রেম নিয়ে মুখ খুললেন ধর্মেন্দ্র

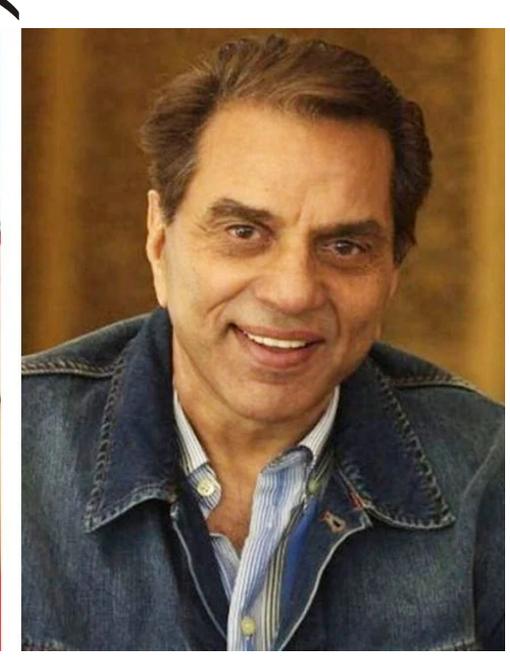

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

বলিউড তারকা সানি দেওল ও ডিম্পল কাপাডিয়ার প্রেম রসায়ন কারো অজানা নয়। শোনা যায়, সানির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণেই অভিনেতা রাজেশ খান্না এবং ডিম্পলের দাম্পত্যে চিড় ধরে। সম্প্রতি সানি দেওলকে পাত্তা দেয়নি বড় অভিনেত্রীরা বলে মন্তব্য করে করেছেন তার বাবা ধর্মেন্দ্র। ১৯৮৪ সালে 'মঞ্জিল মঞ্জিল' ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন ডিম্পল ও সানি। 'গদর ২' ছবির পরিচালক অনিল শর্মার সঙ্গে এক আলাপচারিতায় ধর্মেন্দ্র বলেন, 'আমার দুই ছেলে বড্ড সরল সাদাসিধা। কখনো কোনো অভিনেত্রীর সঙ্গে ওদের নাম জড়ায়নি। আসলে কখনো কোনো বড় অভিনেত্রী পাত্তাই দেয়নি ওদের। তবে আমার সময়টা অন্য রকম ছিল। সব বড় অভিনেত্রী আমার পেছনে ছিল।'

এরপর 'অর্জুন', 'আগ কা গোলা', 'নরসিমহা'-র মতো একাধিক সফল ছবিতে অভিনয় করেছিলেন তারা। তবে সানি-ডিম্পলের প্রেমের গুঞ্জন অভিনেতার স্ত্রী পূজার কানে পৌঁছালে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন তিনি। পারিবারিক টানাপড়েনের জের ধরে শেষ পর্যন্ত পরিণতি পায়নি তাদের প্রেম।

কিন্তু দীর্ঘদিন পর ২০১৭ সালে ফের একসঙ্গে দেখা যায় এই জুটিকে। তবে দেশে নয়, লন্ডনে পরস্পরের হাত ধরে বসে থাকতে দেখা যায় ডিম্পল-সানিকে। সেই দৃশ্য নেটমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পরেই আরো একবার উঠে আসে অতীতের গল্প। এবার ছেলেকে তার প্রেম জীবন নিয়ে মুখ খুললেন বাবা ধর্মেন্দ্র।

বাংলাদেশের ওপর ফুঁসলেন মিঠুন, দিলেন কড়া হুঁশিয়ারি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

ভারতকে খাটো করে দেখবেন না- বাংলাদেশ ইস্যুতে এমনিভাবেই ফোঁস করে উঠলেন মিঠুন চক্রবর্তী। সাম্প্রতিক সময়ে দুই দেশের মধ্যে সম্প্রীতি নষ্টের বিষয়ে নিজের হতাশাও ব্যক্ত করেছেন এই অভিনেতা ও রাজনীতিক। পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গকে শিক্ষা নেয়ার পরামর্শও দিয়েছেন মহাগুরু।

২১ ডিসেম্বর হুগলির পাণ্ডুয়ায় বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযানে গিয়েছিলেন বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। সেখানেই বাংলাদেশ ইস্যুতে মুখ খুললেন তিনি। সোজা কথায় তার হুঁশিয়ারি, ভারতকে খাটো করে দেখবেন না। দুই দেশের সম্পর্ক প্রসঙ্গে মিঠুন চক্রবর্তী জানান, বাংলাদেশ নিয়ে আমাদের একটা আবেগ, অনুভূতি রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অনেকেরই মনে হয় এই মনোভাবগুলো আছে। কিন্তু বাংলাদেশ এরকম হয়ে যাবে, সেটা হয়তো আমরা কোনোদিন ভাবিনি। আবেগের জায়গা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তাই স্বভাবতই খুব কষ্ট পেয়েছি। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি, হিন্দুদের ওপর কথিত অত্যাচার এবং ভারত বিদ্বেষ ইস্যু নিয়ে মিঠুন জানান, বাংলাদেশ নিয়ে যেসব কথাবার্তা শুনছি, টিভিতে দেখছি... ওদের নেতারা যা পারছে বলে যাচ্ছেন। আমি একটা কথাই বলব, ভারতকে খাটো করে দেখবেন না। মিঠুন চক্রবর্তী একই সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা নেয়ার কথাও বলেন। মিঠুনের ভাষায়, বাংলাদেশকে দেখে আমাদের শিখতে হবে। বিশেষ করে বাংলাকে (পশ্চিমবঙ্গ) শিখতে হবে। যদি আমরা সবাই মিলে একত্রিত হয়ে না লড়ি, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, নিশ্চিত। এরপরই তিনি পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় প্রশাসনকেই দায়ী করলেন। সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না নিয়ে মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, 'সন্ত্রাসসবাদী কার্যকলাপ এখানে অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে। শুধু আমাদের খারাপ লাগে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ ইতোমধ্যেই নিচের দিকে নামছে। এগুলোর জন্য প্রশাসন দায়ী। তবে ভালো খবর এটাই যে, জঙ্গিরা ধরা পড়েছে।

এবার আল্লু অর্জুনের বাড়িতে ভাঙচুর

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

এক দিকে বাড়ছে 'পুষ্পা ২: দ্য রুল' এর বক্স অফিস সংগ্রহ। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সিনেমাটির নায়ক আল্লু অর্জুনকে ঘিরে বিতর্ক, বিক্ষোভ। পরিস্থিতি এমনই যে এখন দক্ষিণ ভারতের অভিনেতার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে রাজনৈতিক বিতণ্ডাও। রবিবার আল্লুর হায়দ্রাবাদের জুবিলি হাউসের বাড়িতে বিক্ষোভ দেখানোর সময় এক দল মানুষ পাথর ছুড়েছেন বলে অভিযোগ।

রবিবার আল্লু সামাজিক মাধ্যমে নিজের ভক্তদের উদ্দেশে বার্তা দিয়ে সকলকে শান্ত থাকার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। ইনস্টাগ্রামে তিনি লেখেন, "আমি আমার সকল ভক্তকে অনুরোধ জানাব তারা যেন আবেগ প্রকাশের সময় দায়িত্বজ্ঞান বজায় রাখেন, যেমন তারা সব সময়ই করে থাকেন এবং অনলাইন বা অফলাইনে কোনও অশালীন মন্তব্য বা আচরণ করা থেকেও বিরত থাকুন।" শুধু তাই নয়, আল্লু হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন কোনও ভুয়া প্রোফাইল থেকে তার ভক্ত সেজে যদি কেউ এমন কোনও কাজ করেন তা হলে আইনি পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবেন তিনি। নিজের ভক্তদের উদ্দেশে তার অনুরোধ, "এ ধরনের কোনও পোস্টের সঙ্গে জড়িয়ে পড়বেন না।"

গত ৪ ডিসেম্বর হায়দ্রাবাদের এক প্রেক্ষাগৃহে 'পুষ্পা ২'-এর প্রিমিয়ারে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় এক নারীর। তার নাবালক পুত্রও আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। সম্প্রতি জানা গিয়েছে, চিকিৎসকেরা আশঙ্কা করছেন ওই কিশোরের মস্তিষ্কের মৃত্যু ঘটেছে ইতোমধ্যেই। এই ঘটনায় এর আগেই গ্রেফতার করা হয়েছিল তেলুগু সুপারস্টার আল্লু অর্জুনকে। যদিও পরের দিনই তিনি জামিনে ছাড়া পান। হাত জোড় করে জানিয়েছিলেন, তিনি দুর্ঘটনাগ্রস্ত পরিবারের পাশেই আছেন। প্রয়োজনে গুরুতর আহত কিশোরের চিকিৎসার সমস্ত দায়ভার নিতেও প্রস্তুত।

এর পর থেকে উত্তেজনা আরও বেড়েছে। রবিবার দুপুর থেকে একটি ভিডিও ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে দেখা গিয়েছে, আল্লুর বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন এক দল মানুষ। চিকিৎসাধীন কিশোর শ্রী তেজের জন্য বিচারের দাবিতে তারা ব্যানার, পোস্টার নিয়ে জড়ো হয়েছিলেন। ওই কিশোরের জন্য এক কোটি টাকা ক্ষতিপূরণও দাবি করেছেন বিক্ষোভকারীরা। আল্লুর প্রাসাদোপম বাড়ির সামনে তার জবাবদিহি চেয়ে স্লোগান দিতে শোনা যায় তাদের। সেখান থেকেই কাউকে কাউকে পাথর ছুড়তে দেখা গিয়েছে বলে অভিযোগ। ভাঙচুর করা হয়েছে বাড়ির সামনে থাকা কিছু ফুল গাছের টবও।

তেলেঙ্গানায় ক্ষমতাসীন কংগ্রেস ছবির প্রিমিয়ারে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনার নিন্দা জানিয়েচে আগেই। বিধানসভাতেই আল্লুকে কটাক্ষ করেন সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি। এ দিকে বিজেপি ও বিআরএস আল্লুর পাশে দাঁড়িয়েছে বলে জানা গেছে।

'বিশ্বে সবচেয়ে নির্ভীক মানুষ সালমান খান'

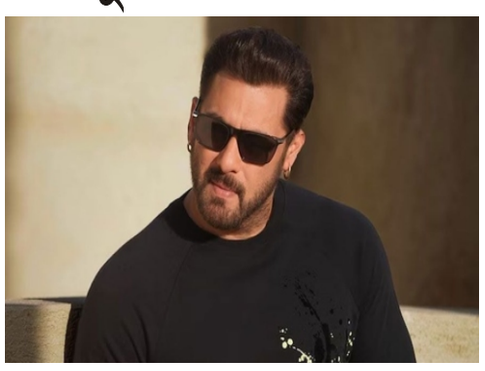

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

বলিউড অভিনেতা সালমান খান একটা সময়ে কোনো কিছুর তোয়াক্কা করতেন না। তার সঙ্গে কেউ কোনো ঝামেলায় জড়াতেই ভয় পেতেন। বন্ধু হিসেবে যেমন সবার বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়েন। শত্রুতাও নাকি ভালোই করতে জানেন ভাইজান। এমন অনেক ঘটনা রয়েছে বলিউডের ভাইজানকে নিয়ে। তবে এসবের মাঝেও সালমানের প্রশংসা করলেন অভিনেতা অর্জুন কাপুর। তিনি মনে করেন, মানুষ হিসেবে সালমান খুবই আন্তরিক। অর্জুন কাপুর বলেন, 'মানুষটার মধ্যে সত্যিই আন্তরিকতা রয়েছে। তবে হ্যাঁ, প্রথম বা দ্বিতীয় সাক্ষাতে সেটা নাও মনে হতে পারে। কিন্তু সেই আন্তরিকতা আপনাকেই আদায় করে নিতে হবে। একটু সময় দিতে হবে।'

সালমানের সম্পর্কে অর্জুনের ভাষ্য, 'সারাবিশ্বে সবচেয়ে নির্ভীক মানুষ সালমান। আমি কখনো দেখিনি তাকে নিজের উপর থেকে দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে। কোনো পরিবর্তন হয়নি। একই রকম রয়ে গেছেন তিনি। তিনি কিন্তু খুব শক্তিশালী মনের মানুষ।'

ক্যামেরার পিছনে থাকার পরিকল্পনাই ছিল অর্জুনের। সালমানের সঙ্গে যখন অর্জুনের প্রথম দেখা, তখন অর্জুন সহ-পরিচালক হিসেবে কাজ করছেন। অর্জুনকে দেখেই সালমান ছবিতে অভিনয় করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তারপরেই ওজন ঝরানো শুরু করেন অর্জুন।

শাড়ির প্রেমে জয়া-আলিয়া-স্বস্তিকা-জিজি হাদিদ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

কথাতেই আছে, শাড়িতে নারী। নয় গজের এই কাপড়ের উন্মাদনা গোটা বিশ্বে। ২১ ডিসেম্বর ছিল বিশ্ব শাড়ি দিবস। আইকনিক এবং চিরন্তন এই ৯ গজের বিস্ময়বস্ত্রের প্রতি সম্মান জানাতেই পালিত হয় শাড়ি দিবস।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঐতিহ্যবাহী ফ্যাশনের অন্যতম প্রতীক শাড়ি। শাড়িকে বিস্ময়বস্ত্র বললেও অত্যুক্তি হয় না! কারণ এ যেন শুধু একটু করো কাপড় নয়, জীবনের গল্প বলা এক ক্যানভাস। প্রেয়সীকে শাড়িতে সবচেয়ে বেশি আরাধ্য মনে হয় পুরুষকুলের। এ কথা অনেকেই বলে এসেছেন। প্রতিটি শিশুর কাছে মায়ের শাড়ির আঁচলের ঘ্রাণ পৃথিবীর সবথেকে প্রিয় সুবাস। পুরাণ অনুযায়ী, দেবীও শাড়ি পরেই অসুরনিধন করেছিলেন। যুগে যুগে শাড়ির প্রেমে মজেছেন সকলেই। টলিউড, বলিউড টু হলিউড, তারকাদের শাড়ির প্রেমের গাঁথা এই পরিসরে উল্লেখ না করলেই নয়। কালের বিবর্তনে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে শাড়ির ড্রেপিংয়েও। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বৈচিত্র্যময় ব্লাউজ। কাঁচুলি, চোলি থেকে জ্যাকেট স্টাইল পেরিয়ে কোর্সেট, ব্রালেট, ট্যাংকটপ আর ক্রপটপ শাড়ির সঙ্গী হয়েছে। রেডি-টু-ওয়্যার আর ফিউশন ঘরানার শাড়িরও কদর কম নয় বর্তমানে।

বর্তমান প্রজন্মের তারকারা তো বটেই, পাশাপাশি আম ফ্যাশনিস্তারাও নিজস্ব স্টাইলে শাড়ি জড়িয়ে মোহময়ী রূপে ধরা দিচ্ছেন। বুট, স্নিকার্স থেকে হ্যাট, ট্রেঞ্চকোট, বাইকার্স জ্যাকেট দিয়ে যে যেভাবে ইচ্ছে শাড়ির ফ্যাশনে মেতেছেন। মনোক্রোম, শিয়ার আর সিকুইনড ফেব্রিকের শাড়ির সঙ্গে আকর্ষণীয় সব ব্লাউজে আবেদনময়ী অবতারে মুগ্ধ করছেন নায়িকারা। সেই তালিকায় যেমন ফ্যাশন সচেতন স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় রয়েছেন, তেমনই জয়া আহসান, আজমেরি হক বাঁধনরাও। বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভাট, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া থেকে ঐশ্বর্য রাই বচ্চন, সোনম কাপুররাও শাড়িকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরেছেন। পাশ্চাত্যের গ্ল্যামারদুনিয়াতেও শাড়িপ্রেমীর সংখ্যা নেহাত কম নয়! বেয়ন্স হোক বা জিজি হাদিদ, নাওমি ক্যাম্পবেল বিভিন্ন সময়ে শাড়ির রকমারি র‍্যাপিংয়ে মুগ্ধ করেছেন।

খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক মডেল জিজি হাদিদ ভারতে এসে ডিজাইনার জুটি আবু জানি-সন্দীপ খোসলার চিকনকারি শাড়ি পরে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। ২০২৩-এর মেট গালার আসরে সুপারমডেল নাওমি ক্যাম্পবেল গোলাপি স্যাটিনের শাড়ি গাউনে মুগ্ধ করেন। পপ কুইন বেয়ন্স ভারতীয় ডিজাইনার গৌরব গুপ্তের শিফন ড্রেপের শাড়িতে শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন।

ইতিহাস গড়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হোয়াইটওয়াশ করল পাকিস্তান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

মোহাম্মদ রিজওয়ানের নেতৃত্বে অসাধ্যসাধন করে দেখাল পাকিস্তান। আর কোনও দল যে কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেনি, এবার দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে তেমনই ইতিহাস গড়ল তারা। দক্ষিণ আফ্রিকাকে তাদের ঘরের মাঠে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করলেন বাবর আজমরা।

এর আগে বিশ্বের কোনও দল দক্ষিণ আফ্রিকাকে তাদের ঘরের মাঠে ওয়ান ডে সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করতে পারেনি। অর্থাৎ, দক্ষিণ আফ্রিকা এর আগে কখনও নিজেদের ডেরায় অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক ওয়ান ডে সিরিজের সব ম্যাচ হারেনি। সেদিক থেকে টেম্বা বাভুমারা লজ্জার নতুন অধ্যায় রচনা করলেন বলা যায়।

পার্ল ও কেপ টাউনের প্রথম ২টি ম্যাচ জিতে পাকিস্তান আগেই ওয়ান ডে সিরিজ জয় নিশ্চিত করে। এবার জোহানেসবার্গে সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ ওয়ান ডে ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়মে ৩৬ রানে হারিয়ে দেয় পাকিস্তান।

জোহানেসবার্গে টস হেরে শুরুতে ব্যাট করতে নামে পাকিস্তান। বৃষ্টির জন্য ৫০ ওভারের ম্যাচ কমে দাঁড়ায় ৪৭ ওভার প্রতি ইনিংসে। সাইম আইয়ুবের সেঞ্চুরি এবং বাবর-রিজওয়ানের জোড়া হাফ-সেঞ্চুরিতে ভর করে পাকিস্তান নির্ধারিত ৪৭ ওভারে ৯ উইকেটের বিনিময়ে ৩০৮ রান তোলে।

ওপেন করতে নেমে সাইম আইয়ুব ৯৪ বলে ১০১ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন। তিনি ১৩টি চার ও ২টি ছক্কা মারেন। খাতা খুলতে পারেননি অপর ওপেনার আবদুল্লা শফিক। বাবর আজম ৭১ বলে ৫২ রান করেন। তিনি ৭টি চার মারেন। ৫২ বলে ৫৩ রান করেন রিজওয়ান। তিনি ৫টি চার ও ১টি ছক্কা মারেন। গোল্ডেন ডাকে মাঠ ছাড়েন কামরান গুলাম ও শাহিন আফ্রিদিও।

৩৩ বলে ৪৮ রান করেন আগা সালমান। তিনি ৩টি চার ও ২টি ছক্কা মারেন। ২৪ বলে ২৮ রান করেন তায়েব তাহির। তিনি ২টি চার ও ১টি ছক্কা মারেন। নাসিম শাহ ৫ ও মহম্মদ হাসনাইন ৪ রানের যোগদান রাখেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ৫৬ রানে ৩টি উইকেট নেন কাগিসো রাবাদা। ২টি করে উইকেট নেন মারকো জানসেন ও বিয়র্ন ফুরচুইন। ১টি করে উইকেট নেন কোয়েনা মাফাকা ও করবিন।

যদিও ডি-এল মেথডে দক্ষিণ আফ্রিকার সামনে জয়ের লক্ষ্যমাত্র দাঁড়ায় ৪৭ ওভারে ৩০৮ রানই। তবে প্রোটিয়া দল ৪২ ওভারে ২৭১ রানে অল-আউট হয়ে যায়। দল হারায় জলে যায় এনরিখ ক্লাসেনের ব্যাট হাতে দুরন্ত লড়াই।

ক্লাসেন ৪৩ বলে ৮১ রানের মারকাটারি ইনিংস খেলে সাজঘরে ফেরেন। তিনি ১২টি চার ও ২টি ছক্কা মারেন। এছাড়া টনি ডি'জর্জি ২৬, তেম্বা বাভুমা ৮, রাসি ভ্যান ডার দাসেন ৩৫, এডেন মার্করাম ১৯, ডেভিড মিলার ৩, মারকো জানসেন ২৬, করবিন ৪০ ও রাবাদা ১৪ রানের যোগদান রাখেন।

পাকিস্তানের হয়ে ৫২ রানে ৪ উইকেট নেন সুফিয়ান মুকিম। ২টি করে উইকেট নেন শাহি আফ্রিদি ও নাসিম শাহ। ম্যাচের সেরা হন সাইম আইয়ুব। সিরিজের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কারও জেতেন তিনি।

টানা তিন ম্যাচে শূন্য রানে আউট, রেকর্ড বইয়ে পাকিস্তানি ব্যাটার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে আবদুল্লাহ শফিকের দুঃস্বপ্নের পথচলা অব্যাহত রয়েছে। আবারও তিনি আউট হয়েছেন শূন্য রানে। তাতে তার নাম উঠে গেছে রেকর্ড বইয়ে। স্বাভাবিকভাবেই রেকর্ডটি অনাকাঙ্ক্ষিত!

জোহানেসবার্গে ২২ ডিসেম্বর তৃতীয় ওয়ানডেতে ম্যাচের দ্বিতীয় বলে শূন্য রানে আউট হন শফিক। পেসার কাগিসো রাবাদার বলে স্লিপে ক্যাচ দেন এই ওপেনার। সিরিজে তিন ম্যাচের সবকটিতে রান না করেই আউট হলেন ২৫ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যান। পাকিস্তানের হয়ে ওয়ানডেতে টানা সবচেয়ে বেশি ইনিংসে শূন্য রানে আউটের রেকর্ড এটিই।

পার্লে প্রথম ম্যাচে ৪ বলে, কেপ টাউনে দ্বিতীয় ম্যাচে ২ বলে, আর শেষ ম্যাচে প্রথম বলে শূন্য রানে ফিরলেন শফিক। পাকিস্তানের হয়ে টানা তিন ইনিংসে শূন্য রানের তিক্ত স্বাদ পেয়েছেন আরও পাঁচ জন। ১৯৯৩ সালে শোয়েব মোহাম্মদ, ১৯৯৬ সালে শাদাব কাবির, ২০০০ সালে মোহাম্মদ ওয়াসিম, ২০০৪ সালে শোয়েব মালিক ও ২০১০ সালে সালমান বাট তিন ইনিংসে শূন্যতে ফিরেছিলেন।

আরেকটি অনাকাঙ্ক্ষিত রেকর্ডে শফিক ছাড়িয়ে গেছেন পাকিস্তানের সবাইকে। এই বছরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৭ বার শূন্য রানে আউট হলেন তিনি, পাকিস্তানের হয়ে এক পঞ্জিকাবর্ষে যা সর্বোচ্চ।

শফিক 'মুক্তি' দিয়েছেন ইমরান নাজির ও মোহাম্মদ হাফিজকে। ২০০০ সালে ৩২ ইনিংসে ৬ বার শূন্য রানে ফিরেছিলেন নাজির, ২০১২ সালে ৪৩ ইনিংসে ৬ বার হাফিজ। এই দুজনকে শাফিক ছাড়িয়ে গেলেন ২১ ইনিংসেই। এই বছরে ওয়ানডেতে ৩ বার ছাড়া টেস্টে ৪ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন শাফিক। ২০২০ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত টি-টোয়েন্টিতে টানা চার ইনিংসে শূন্য রানে ফেরার তেতো অভিজ্ঞতাও আছে তার।

শফিকের সামনে এখন ওয়ানডেতে টানা সবচেয়ে বেশি ইনিংসে শূন্য রানে আউট হওয়ার বিশ্বরেকর্ডের শঙ্কা। টানা চার ইনিংসে শূন্য করে রেকর্ডটি যৌথভাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের গাস লগি, শ্রীলঙ্কার প্রামোদ্যা উইক্রামাসিংহে, জিম্বাবুয়ের হেনরি ওলোঙ্গা, ইংল্যান্ডের ক্রেইগ হোয়াইট ও শ্রীলঙ্কার লাসিথ মালিঙ্গার। শফিক আপাতত স্বস্তি অনুভব করতে পারেন যে, এই বছরে আর কোনো ওয়ানডে ম্যাচ নেই পাকিস্তানের!

৯ গোলের ম্যাচে ৬-৩ গোলে জিতল লিভারপুল

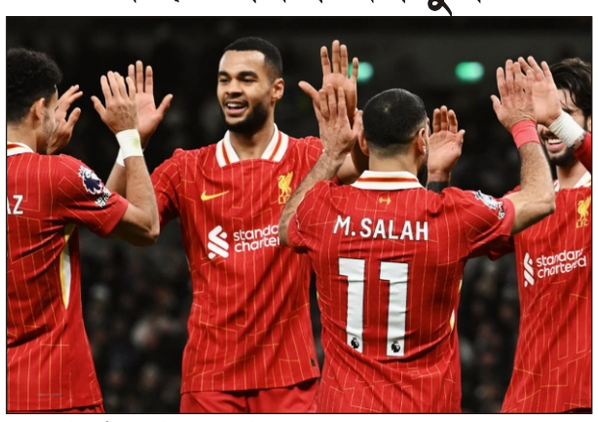

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

জমজমাট লড়াই, টানটান উত্তেজনা। চোখ ফেরানোই যেন দায়। তেমনই এক ম্যাচ দেখল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ। লিভারপুল আর টটেনহ্যাম হটস্পারের লড়াই। যদিও বড় ব্যবধানে হেরেছে টটেনহ্যাম।

প্রথমার্ধেই তিন গোল করেছিল লিভারপুল, বিরতির পর যোগ হলো আরও তিন। শেষ দিকে টটেনহ্যাম হটস্পার অল্প সময়ের ব্যবধানে দুটি গোল করলেও, তাতে লাভ হয়নি। প্রতিপক্ষকে গুঁড়িয়েই লিগ টেবিলে অবস্থান সুসংহত করল আর্নাল্ডের দল।

টটেনহ্যাম হটস্পার স্টেডিয়ামে ৬-৩ গোলে জিতেছে লিভারপুল।

লিভারপুলের পক্ষে দুটি করে গোল করেন লুইস দিয়াস ও মোহামেদ সালাহ। একবার করে জালে বল পাঠান আলেক্সিস মাক আলিস্তের ও দোমিনিক সোবোসলাই।

এই জয়ে শীর্ষস্থান মজবুত হলো লিভারপুলের। ১৬ ম্যাচে ১২ জয় ও তিন ড্রয়ে তাদের পয়েন্ট ৩৯। আর লিগে খুব খারাপ সময়ের মধ্যে পথচলা টটেনহ্যাম পেল অষ্টম হারের স্বাদ। ১৭ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে ১১ নম্বরে আছে তারা।

১৩ বছরের বৈভবকে কেনার কারণ জানালেন রাজস্থান অধিনায়ক

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) যেখানে দেখা মেলে সময়ের অন্যতম সেরা তারকাদের। বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের চেয়ে আইপিএলে সুযোগ পাওয়া এবং পারফর্ম করাটা কঠিন কাজ। এমন প্রতিযোগিতামূলক মঞ্চে এবার দেখা যাবে ১৩ বছর বয়সী বৈভব সূর্যবংশীকে। আইপিএল-২০২৫ এর জন্য এবার মেগা নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছে সৌদি আরবের জেদ্দায়। নিলামে এক কোটি ১০ লাখ রুপিতে তাকে দলে নিয়েছে রাজস্থান রয়্যালস (আরআর)। অবশ্য এর নেপথ্য কারণ হিসেবে বৈভবের ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ের প্রসঙ্গ আসে। তবু দলের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা দিয়েছেন রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন।

দক্ষিণ আফ্রিকান কিংবদন্তি এবি ডি ভিলিয়ার্সের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়ক স্যামসন বলেন, আমি তার খেলার হাইলাইটস দেখেছি। রাজস্থানের সিদ্ধান্ত প্রণেতা গ্রুপের সবাই তার অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাচটি দেখেছে। যেখানে মাত্র ৬০-৭০টি বলে সেঞ্চুরি করেছে বৈভব। তার শট দেখে মনে হয়েছে, বিশেষ কিছু আছে ওর মধ্যে। আমাদের মনে হয়েছে তার মতো কাউকে আমাদের দলে দরকার এবং এরপর তো দেখতেই পাচ্ছেন।

স্যামসনও বলেন, রাজস্থান প্রতিভা খুঁজে এনে তাদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন মানসিকতা তৈরি করে। যশস্বী জয়সওয়াল বেশ অল্প বয়সেই রাজস্থানের মূল দলে জায়গা পায় এবং বর্তমানে তিনি জাতীয় দলেরও অপরিহার্য ওপেনারে পরিণত হয়েছে। দলে রয়েছে রায়ান পরাগ, ধ্রুব জুরেলের মতো তরুণরা। আরআর এ বিষয়টি পছন্দ করে। একই সঙ্গে আইপিএলও জিততে চায়। ভারতীয় ক্রিকেটের জন্যও কিছু দিতে চায় রাজস্থান। তার (বৈভব) সঙ্গে সাক্ষাৎ রোমাঞ্চকর হবে।

নিলামে বৈভবের জন্য রাজস্থানের সঙ্গে লড়াই হয়েছিল দিল্লি ক্যাপিটালসের। সবচেয়ে রাহুল দ্রাবিড়ের তার ট্রায়াল দেখে মুগ্ধ হয়েছেন কোচরা। সে দুর্দান্ত প্রতিভা, আইপিএল শুরুর আগে তার আরও উন্নতি হবে, এই ফ্র্যাঞ্চাইজিতে আমরা রোমাঞ্চিত।'

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ১৪ মার্চ আইপিএলের পর্দা উঠবে। প্রায় দুই মাসব্যাপী এই টুর্নামেন্টের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ২৫ মে। রাজস্থান রয়্যালসের স্কোয়াড:

সঞ্জু স্যামসন (অধিনায়ক), জস বাটলার, শিমরন হেটমায়ার, যশস্বী জয়সওয়াল, ধ্রুব জুরেল, রায়ান পরাগ, ডোনোভন ফেরেইরা, কুনাল রাঠোর, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, কুলদীপ সেন, নবদীপ সাইনি, প্রসিধ কৃষ্ণা, সন্দীপ শর্মা, ট্রেন্ট বোল্ট, যুজবেন্দ্র চাহাল, অ্যাডাম জাম্পা, আভেষ খান, রভম্যান পাওয়েল, শিভাম দুবে ও টম কোহলার-ক্যাডমোর বৈভব সূর্যবংশী।

নিতিশের সেঞ্চুরিতে ফলোঅন এড়িয়ে ঘুরে দাঁড়াল ভারত

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

মেলবোর্ন টেস্টে দুর্দান্ত এক সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন নিতিশ কুমার রেড্ডি। দলের মহাবিপদে আট নম্বরে নেমে ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরি হাঁকালেন তিনি। তার এই সেঞ্চুরিতে ফলোঅন এড়িয়ে ঘুরে দাঁড়াল ভারত। ১১৬ ওভারে ভারতের সংগ্রহ ৯ উইকেটে ৩৫৮ রান। এখনো তারা ১১৬ রানে পিছিয়ে। মোহাম্মদ সিরাজ ২ রানে ক্রিজে রেয়েছেন।

অস্ট্রেলিয়ার ৪৭৪ রানের জবাবে ধসে পড়েছিল ভারতের টপ অর্ডার। পরে যশস্বী জয়োসয়াল আর বিরাট কোহলির ১০৩ রানের জুটিতে তারা ঘুরে দাঁড়ায়। মাত্র ৮ বলের ব্যবধানে এই দুই ব্যাটার আউট হলে ফের বিপদে পড়ে ভারত। ৮২ রান করা জয়সোয়াল অন্যমনস্কভাবে রান নিতে গিয়ে সেঞ্চুরি মিস করেন। ৫ উইকেটে ১৬৪ রান নিয়ে ভারত দ্বিতীয় দিন শেষ করেছিল। শঙ্কা জেগেছিল ফলোঅনের লজ্জার।

শনিবার (২৮ ডিসেম্বর) তৃতীয় দিনে ৮ম উইকেটে ১২৭ রানের দারুণ জুটি গড়েন নিতিশ রেড্ডি আর ওয়াশিংটন সুন্দর। এই জুটিতেই ফলোঅন এড়িয়ে ছুটতে থাকে ভারত। ওয়াশিংটন সুন্দর ১৬২ বলে ৫০ রান করে নাথান লায়নের শিকার হন। তবে ১৭১ বলে ১০ চার ১ ছক্কায় ঠিকই ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন ২১ বছরের পেস বোলিং অল-রাউন্ডার নিতিশ।

আইএসএলে দুর্লভ হ্যাটট্রিক হল না ইস্টবেঙ্গলের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

এ মরসুমের আগে অবধি ইন্ডিয়ান সুপার লিগে টানা দুটো ম্যাচ জয়ের রেকর্ড ছিল না ইস্টবেঙ্গলের। কিন্তু এ মরসুমে দু-বার এমনটা হয়েছে। টার্গেট ছিল প্রথম হ্যাটট্রিকের। বছরের শেষ ম্যাচ। নতুন বছরের শুরুতে একঝাঁক কঠিন ম্যাচ রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। টানা পাঁচ ম্যাচে হারা হায়দরাবাদ এফসিকে হারিয়ে হ্যাটট্রিক করে আত্মবিশ্বাস কিছুটা বাড়ি নেওয়া যেত। সঙ্গে জয় দিয়ে বছর শেষ। কিন্তু মুহূর্তের আত্মতুষ্টিতে হ্যাটট্রিক হল না ইস্টবেঙ্গলের। এর জন্য নিজেদের দায়ী করা ছাড়া উপায়ও নেই। ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজো যেন সেটাই স্বীকার করে নিয়েছেন।

ইন্ডিয়ান সুপার লিগে এ মরসুমে দুটো পর্ব দেখা গিয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। প্রথম আধডজন ম্যাচই হেরেছিল লাল-হলুদ। অবশেষে সপ্তম ম্যাচে প্রথম পয়েন্ট ও অষ্টম ম্যাচে বহুকাঙ্খিত জয়। এর পর থেক ঘুরে দাঁড়িয়েছে। দুর্লভ হ্যাট্রিকটাও হয়েই যেত। ইস্টবেঙ্গলে একঝাঁক চোট-কার্ড সমস্যা থাকলেও হায়দরাবাদ এফসির বিরুদ্ধে আত্মবিশ্বাসী ছিল শিবির। নিজেদের পারফরম্যান্স যেমন ভালো হচ্ছে, তেমনই প্রতিপক্ষ খুবই কঠিন পরিস্থিতিতে ছিল। শুধু শেষ মুহূর্ত অবধি নিজেদের ফোকাস ঠিক রাখতে হত।

হায়দরাবাদে ম্যাচের প্রথম ঘণ্টায় ইস্টবেঙ্গলেরই দাপট। কিন্তু স্কোর লাইনে তার কোনও প্রভাব পড়ছিল না। ৬৪ মিনিটে অবশেষে ব্রেক থ্রু। ক্লেটন সিলভার ফ্রি-কিক ক্রস পিসে লাগে। ফিরতি বলে হেডে গোল জিকসন সিংয়ের। দুর্দান্ত স্পট জাম্প। যোগ্য সুযোগ সন্ধানীর মতো গোল। ১-০ লিড নিতেই শুধু সময়ের অপেক্ষা ছিল। সময় বুঝতেই ভুল হল। নির্ধারিত সময়ের শেষ মুহূর্তে একেবারে শেষ মুহূর্তে সমতা ফেরায় হায়দরাবাদ।

স্বত্বাধিতকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata- 700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR